অবাঞ্ছিত ইমেল

বাহ্। ফাটাফাটি একটা অফার পেলাম। আমাদের সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার মোবারক সাহেব সেদিন শাসনের সুরে আমাকে বললেন- তোমার মত ছেলেরা এভাবে কেন জীবনটাকে অবহেলায় নষ্ট করে দিচ্ছ, আমি বুঝি না ! উপরের দিকে তাকাও, সিঁড়ি ধরো আর উঠে যাও।

‘ সেটা কিভাবে ? -জানতে চাইলাম।

তিনি বললেন- সারাদিন ইন্টানেট খোলা থাকে, ইন্টারনেটে কাজ করো, চাকুরীর ওয়েবসাইট দেখে দেখে সিভি পাঠাতে পারো না ? আমার জানামতে এভাবে অনেকের চাকুরী হয়েছে। সিভি পাঠিয়ে দেখো, ভাল ভাল অফার পাবে।

ইন্টারনেটের অফার আমি বিশ্বাস করি না। কারণ দুনিয়া জুড়ে প্রতারক চক্র জাল বিছিয়ে বসে আছে। পাম-পট্টি দিয়ে তারা ফতুর করার ধান্দায় থাকে।

তবুও পাঠালাম। পাঠাতে তো আর পয়সা লাগে না। কয়েকদিন পর লন্ডন থেকে একটা অফার পেলাম। আমার পদবী অনুযায়ী তার বেতন চার হাজার পাঁচশ পাউন্ড। সাথে থাকা, খাওয়া, ফ্যামিলি ফ্যাসিলিটি, যাতায়াত, চিকিৎসা, বিনোদন ব্যবস্থা, সবই কোম্পানীর অধীনে এবং দেশ থেকে লন্ডন পৌছা পর্যন্ত যাবতীয় খরচ কোম্পানী বহন করবে। আমাকে শুধু ২০% ট্রাভেল খরচ বহন করতে হবে। সুতরাং নিঃসন্দেহে এটা একটা ফাটাফাটি অফার বলতে হয়!

আমি নিয়োগপত্রটা দুইতিনবার পড়লাম এবং ভালভাবে বোঝার চেষ্টা করলাম। পরে বুঝেও গেলাম। কয়েকটি প্রশ্ন লিখে পাঠিয়ে দিলাম। তারা উত্তর পাঠালো এবং বলল ২০% জমা দেওয়ার পর যাবতীয় প্রসেজিং শুরু হবে। পরবর্তীতে কোন কারনে না যেতে চাইলে টাকা ফেরৎ দেবে এমন নিশ্চয়তাও দিয়েছে।

আমি তৃতীয় চিঠিতে লিখেছিলাম-

আপনাদের অফার পেয়ে আমি আনন্দিত। আমি অফার গ্রহন করতে রাজী আছি। তবে এক্ষেত্রে আমাকে আরো কয়েকটি বিষয় জানতে হবে। কারণ আমি অনেক দুর দেশ থেকে ঐদেশে যাব। ঝুঁকি নেওয়ার পূর্বে একটু যাচাইয়ের প্রয়োজন আছে। তাছাড়া লন্ডনে আমার আত্মীয় স্বজন থাকে তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করতে হবে।

বলুন- এক. আপনাদের কোম্পানীর সিআর (কমার্শিয়াল রেজিষ্ট্রেশন) নম্বর কত ? দুই. টাকা ট্রান্সফারের জন্য পূর্ন নাম, ঠিকানা ও ব্যাংক একাউন্ড নাম্বার লিখে পাঠান। তিন. আপনার কোম্পানীতে কর্মরত বাংলাদেশী কোন ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও ফোন নাম্বার দিন। চার. আপনার কোম্পানীর লেটার প্যাড ও লোগো পাঠিয়ে দিন। পাঁচ. কোম্পানীর প্রোপাইল স্ক্যান করে পাঠিয়ে দিন। ছয়. বাংলাদেশে আপনাদের কোন অথোরাইজড এজেন্ট আছে কিনা।

এদিকে মোবারক সাহেবকে বললাম যেন তিনিও একটা সিভি সাবমিট করেন এবং তিনিও পাঠালেন। পরের সপ্তাহে তার সিভি'র জবাব এলো। সেখানেও দেখলাম একই সেলারী। অথচ তার পদবী হল- সিনিয়র সিভিল ইঞ্জিনিয়ার।

এখানে লক্ষ্যনীয় যে, তারা যে চিঠিগুলো আমাদেরকে দিয়েছিল তার একটিতেও লেটার প্যাড বা লোগো ছিল না। একটা অয়েবসাইটের নাম দিয়েছে তাও হোমপেজ দেওয়া আছে। নিচে লেখা ছিল আন্ডার আপগ্রেড। আশে পাশে কোন এ্যাড ছিল না বা কোন প্রকার টুলস্ বারও ছিল না। ডান পাশে ছিল কোম্পানীর রিপুটেশন নিয়ে নাতিদীর্ঘ চাপাবাজি। তেল ও গ্যাস কোম্পানীর মত এতো বড় একটা কোম্পানীর অয়েবসাইটে কোন ইন্ফরমেশন থাকবে না, কন্ট্রাক্ট নাম্বার থাকবে না- এটা কি হয় ? তাছাড়া পুরানো মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীর অয়েবসাইট কেন নুতন হবে, কেন শুধুমাত্র হোমপেজ বা মাস লাগিয়ে আপগ্রেডে থাকবে ? তাও অয়েব এড্রেস এর শেষে কো বা কম এ জাতীয় কোন সংকেত ছিল না। যা ছিল তা টেক্সট সংকেত বলে মনে হল। অর্থাৎ আমার যা মনে হয়েছে তা হল যে, অয়েবসাইট'টা রেজিষ্টীকৃত ছিল না এবং বিনা পয়সায় নামমাত্র তৈরীকৃত হোমপেজ। এমনকি আমার তৃতীয় চিঠির উত্তরও আর আসেনি। সুতরাং নিঃসন্দেহে ভুয়া।

বেলাল জানতে চাইল- আমি এতো সতর্ক হলাম কিভাবে। বললাম- উষ্টা খেয়ে।

সত্যিই টুঁস খেয়ে হুঁশ হয়েছে। নতুন ইমেল ব্যবহারকারী বা ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের এক্ষেত্রে হুঁশ নিয়ে চলা উচিত। বেশ আগের কথা। আমি তখন কম্পিউটার বা ইন্টারনেট বিষয়ে অতটা অভিজ্ঞ ছিলাম না। দেখতাম, আমার বন্ধুরা এবং অফিসের কলিগরা কাজের ফাঁকে চ্যাট করতো। দীর্ঘসময় ধরে চ্যাটিং করে কাটিয়ে দিতো। তারা বলতো, এটা নাকি খুবই মজার বিষয়। পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন বন্ধুদের সাথে মত বিনিময় করা যায়। হাসি ঠাট্টা হয়। ওয়েবক্যামে সরাসরি দেখা যায়। মজার মজার সব লাইভ সিনারী, আরো কত কি ? এটাই নাকি চ্যাটিং। আমাকে তারা উৎসাহ দেয়, কিন্তু আমি মোটেও উৎসাহ বোধ করিনা। আমাকে বলে নিরামিষ। ইন্টারনেট বিষয়ে তখন অতটা দক্ষ বা তেমন আইডিয়াও ছিলনা। তাই কেন জানি মন থেকেই গ্রহন করতে পারতাম না। তবে তাদের দেখে দু-একবার চ্যাটরুমে ইন করেছিলাম। কিন্তু কেহই আমাকে মেসেজ করেনি। আমি দুএকজনকে করেছি, জবাবে তারা জানতে চেয়েছে মেল না ফিমেল। মেল বললে রিপ্লাই আসে না। আর ফিমেল বললে যতসব খাচ্চর খাচ্চর মেসেজ লেখে। তার মানে যা বুঝলাম বেশীর ভাগ চ্যাটার মিথ্যে তথ্য দিয়েই চ্যাট করে থাকে।

মাঝে মাঝে আমি কিছু অবাঞ্ছিত ইমেল পাই। ভাইরাস এফেকশনের ভয়ে সেইগুলি ওপেন করিনা। তবে পরিচিত মনে হলে বা ভাইরাস বিহীন ইমেল নজরে পড়লে সেই গুলি খুলে মেসেজটা দেখি। উত্তর পাঠানোর প্রয়োজন মনে হলে দুএক লাইন লিখে সেন্ড করে দেই। কখনো প্রতিউত্তর আসে, কখনো আসে না।

এমনি এক ইমেলের উত্তর লেনদেন করতে করতে একজনের সাথে আমার বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেল। মেয়ে বন্ধু, নাম নেলি। বেশ রম্যক। মজা লাগিয়ে কথা বলে---! একদিন সে তার আইডি নম্বর দিয়ে আমাকে চ্যাটরুমে ইন করতে বলল। শর্ত হল- আপাতত ওয়েবক্যাম ব্যবহার করা যাবে। আমি তখন ওয়েবক্যাম ব্যবহারই শিখিনি। যাইহোক চ্যাটরুমে গেলাম। সে-কী-আলাপ ! ভয়েজ চ্যাট। মজা পেলাম কিছুটা। সে ইন্দোনেশিয়ার মেয়ে। জিওগ্রাফীর ছাত্রী।

প্রায়ই আমাদের মাঝে আলাপ হতো এবং ব্যস্ততার মাঝে বেশ প্রফুল্লতার মধ্যে সময় কাটাতে লাগলাম।

পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে। নোটিশ বোর্ডে তালিকা দেখলাম। আমি পাস করেছি। অন্য যারা পাস করেছে তারা আনন্দে কাঁদছে। কিন্তু আমার চোখে কোন আনন্দাশ্রু নেই। চেষ্টা করেও কাঁদতে পারিনি। এটা কেমন পরীক্ষা, জানিনা। তবে এটা একটা বিরাট পাস- এমনই মনে হল। ভাবতে ভাবতে বাসায় পৌছাতে না পৌছাতেই ঘুম ভেঙ্গে গেল। মানে স্বপ্ন দেখছিলাম।

পরদিন সকালে অফিসে গিয়ে নিয়মিত কাজ শুরু করলাম। ইমেল চেক করলাম। কিছু অবাঞ্ছিত (বাল্ক) ইমেলের মাঝে কোন এক সফ্টওয়ার কোম্পানীর আইডি দেখে মেসেজ ডাউনলোড করলাম। আমার ইমেল আইডি ব্যবহার করা একটা মেসেজ পেলাম। তাতে অভিনন্দন জানিয়ে লেখা ছিল- 'অষ্ট্রেলিয়ান ইন্টান্যাশনাল লটারী' সংস্থা থেকে প্রতিবছর লটারী অনুষ্ঠিত হয়। গোটা পৃথিবীর সমস্ত ইমেল ব্যবহারকারীরাই হল ঐ লটারী প্রোগ্রামে অংশগ্রহনকারী। বিভিন্ন ওয়েবসাইড থেকে ইমেল আইডি সংগ্রহ করে প্রতিবছর আয়োজকরা লটারী করে থাকে। মূল আয়োজক ঐ সফ্টওয়ার কোম্পানী। স্পন্সরসীপ নিয়েছে প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে কয়েকটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানী (কোম্পানীগুলোর নাম লেখা ছিল)। এবছর (অর্থাৎ ঐ বছর) মোট আটজন জয়ী হয়েছে। আমি নাকি তার মধ্যে একজন। সুতরাং অনতিবিলম্বে পরবর্তী সাতদিনের মধ্যে যেন আমার প্রাপ্ত লটারীর অর্থ সংগ্রহের জন্য চিঠিতে উল্লেখিত প্রয়োজনীয় তথ্য পুরন করে আবেদন পত্র পাঠিয়ে দেই। অন্যথায় এই অর্থ কোন দাতব্য সংস্থায় দান করা হবে বলে লিখেছে- এটাই নাকি ঐ প্রতিষ্ঠানের নিয়ম। সতর্কবানী হিসাবে নিচে লাল অক্ষরে লেখা ছিল- যেন বিষয়টা গোপন রাখি। কারণ অন্য কেউ জানতে পারলে হয়ত তার আইডি বলে ক্লেইম করতে পারে। সেক্ষেত্রে অর্থ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হতে পারি।

এমন মেসেজ পেয়ে আমি নিজেকে ঠিক রাখতে পারিনি। মুহুর্তেই চোখমুখ গরম হয়ে গেল। রাতে স্বপ্নের মাঝে অপ্রত্যাশিত পরীক্ষায় পাস করলাম, আনন্দাশ্রু আসেনি। এখন পেলাম লটারী, তাও আনন্দাশ্রু আসেনি। গোপন রাখার উৎকন্ঠা মনের ভিতর কাজ করছিল। দুয়ের মাঝে দারুন মিল। একদম নির্বাক হয়ে গেলাম। বিশ্বাস করতে পারিনি। এতগুলো টাকা! ডলারকে টাকায় হিসাব করে দেখলাম- আমার সাত পুরুষের কামাই। আবারো স্বপ্নের মাঝে আছি বলে মনে হল। উত্তেজনায় শরীর গরম হয়ে গেল। গ্যাটাং করে টেবিলের পায়ায় একটা লাথি মেরে দিলাম।

ব্যথা পেয়ে বুঝতে পারলাম যে, আমি স্বপ্নের মাঝে নেই। তবুও ভাবতে লাগলাম- এ কোন পাল্লায় পড়েছি। কারণ আমার জীবনে 'সৌভাগ্য' বিষয়টা আছে বলে কোনদিন প্রমান পাইনি। এই পর্যন্ত যত লটারী ধরেছি কখনো বাঁধেনি। সেই হাইস্কুলে থাকতে একবার সার্কাস দেখতে গিয়ে একটাকা দিয়ে লটারী খেলে একটি সিলভারের বদ্‌না পেয়েছিলাম। তাও ধরার আগে ধর্মের অপব্যবহার করে (আল্লাহ্ মাপ করুক) জানামতে বিভিন্ন দোয়া-দরুদ পড়ে তারপর টাকা কোটে রেখেছিলাম। জীবনে উল্লেখযোগ্য লটারী বলতে ওটাই। এরপর থেকে আমার জীবনের প্রতিটি পরীক্ষায় আমি ফেল। আমার শুরুটা সবসময়ই ভাল ও আশাব্যঞ্জক হয় এবং সর্বক্ষেত্রে মেধাবী হিসাবে সুপরিচিত হই। কিন্তু ফাইনালে গিয়ে ডপাস। কথায় বলে, শেষ ভাল যার সব ভাল তার। প্রথম পাসের আনন্দ আমি কখনো পাইনি। দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় হয়ত পাস করেছি বা করি, কিন্তু তাতে কি আর আনন্দ আসে ? ঘাত প্রতিঘাতের পর মইটানা জমির মত আনন্দ সবই ততদিনে লেবেল হয়ে যায়।

লটারী প্রাপ্তির এই মেসেজটা আমাকে তাই গভীরভাবে আচ্ছন্ন করেছিল। শুনেছি সৃষ্টিকর্তা তার সৃষ্ট মানবজাতিকে বিভিন্নভাবেই পরীক্ষা করে। এটা কি আমার জন্যে কোন সুভ-পরীক্ষা নাকি অশুভ। ভাবতে লাগলাম। আরো শুনেছি, সৌভাগ্য নাকি দরজায় একবারই খট্‌খটায়। ঝুঁকি নেবো নাকি একটা ?

নিবৃতে নির্জনে বসে ভেবেচিন্তে ফর্ম পূরন করে পাঠিয়ে দিলাম। পরদিন সকালে উত্তর এলো। বলল- তাদের এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করতে, তারাই সব প্রসেজিং বলে দেবে। এজেন্টের ঠিকানা ও ফোন নম্বর দিয়ে দিল। যোগাযোগ করলাম। অকপটে প্রতিটি চিঠিতে উৎসাহ ও অভিনন্দন দিতে লাগল এবং নীচে বারবার গোপনীয়তা রক্ষা করার পরামর্শ দিল। অনেকটা প্রজাতন্ত্র ভারতের লগোর মতো দেখতে তথা রাজকীয় নক্‌শা অর্থাৎ তিনশ বছর আগের প্রাসাদ, সম্রাট, সম্রাজ্ঞীর ছবির মতো একদম সলিড সিলমোহরসহ আন্তর্জাতিক লটারী সংস্থার সনদপত্র ও ব্যাংক অথোরাইজেশন সার্টিফিকেট স্ক্যান করে পাঠাল। যোগাযোগ করার জন্য এবং ভালোয় ভালোয় লটারীর টাকা প্রাপ্তির সুবিধার্থে সরাসরি একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বৈদেশিক রেমিট্যান্স বিভাগের ম্যানেজারের নাম ঠিকানা লিখে পাঠাল। ম্যানেজার হলেন একজন ডক্টরেট ডিগ্রীধারী ব্যক্তি। তথ্যাদি দেখেতো আমার আস্থা ও বিশ্বাস বহুগুনে বেড়ে গেল। টেলিফোনে তার সাথে যোগাযোগ করলাম। কথা হল পুরো বিষয়টা নিয়ে। সে এক অমায়িক ভদ্রলোক। স্বল্পভাষী ও গম্ভীর কণ্ঠস্বর তার। বলল- এজেন্টের কাছ থেকে আমার নামের উপর সকল প্রকার সনদপত্র ও ছাড়পত্র ইতিমধ্যে পেয়ে গেছে। এখন শুধুমাত্র কিছু ব্যাংকিং ফরমালিটি বাকী আছে।

আমিতো পুরোপুরি উত্তেজিত, উদ্বেলিত, উল্লোসিত। আনন্দের যত প্রকার উপমা দেওয়া যায় তার সবগুলো বিশেষন আমার ভিতরে ভর করেছিল। বুকের মাঝে ধড়ফড় চলতে লাগল সারাক্ষন। স্থির হয়ে বসে থাকতে পারিনি একস্থানে। অফিসে কাজে মন বসাতে পারিনি। এ-তো টাকা ----। আমার সারাজীবনে আর কামাই করতে হবে না। অনেক টাকার মালিক হয়ে যাব। ক্লোজআপ ওয়ান বিজয়ীদের মতো সবাই আমাকে চিনবে। আমি হব দেশের

কোটিপতিদের একজন। এই টাকা দিয়ে আমার পরিবার ও আত্মীয় স্বজন সবাইকেই সচ্ছল করে দিতে পারবো। কেউ গরীব থাকবে না। আমি কাউকেই গরীব থাকতে দেবো না। গ্রামে আমার সেই স্বপ্নে দেড়তলা বাড়িটা নির্মান করবো। তার সামনে একটা পার্ক থাকবে। পার্কের চারদিকে থাকবে পাল্‌কি, ঢেঁকি, গরুগাড়ীসহ বাংলার অন্যান্য পুরানো ঐতিহ্যসমূহের একটি করে চাক্ষুষ নমুনা এবং বাল্যকালের পুরানো খেলাগুলো (বর্তমানে তেমন একটা দেখা যায়না) বাচ্চাদের মাঝে পরিচয় ও গ্রহনযোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য বউছি, ওপেনটু বাইসকোপ, কুতকুত, গোল্লাছুট, দাঁড়িয়াবান্দা, পলাপলি বা ইঁদুর-বিড়াল (মানে লুকোচুরি) ইত্যাদি খেলাসমূহের বড় বড় স্কেচ থাকবে। লক্ষ্য থাকবে পুরানো দিনের আনন্দে উজ্জিবীত করার নিমিত্তে বাচ্চাদের উৎসাহ প্রদান করা।

এমতাবস্থায় সবার কাছে আমার গ্রহনযোগ্যতা বেড়ে যাবে। নিশ্চয়ই সবাই আমাকে খুব সম্মান করবে, ভালবাসবে। একসময় লটারীর কথা প্রকাশ হয়ে যাবে। সাংবাদিক আসবে, আমার ছবি তুলবে। টিভিতে দেখাবে। পত্রপত্রিকায় ছাপা হবে। রাতারাতি আমি বিখ্যাত হয়ে যাব। ভাবছি আর ভাবছি, কল্পনা আমার ছায়ায় পরিনত হল। বিচলিত হয়ে করিডোরে হাঁটাহাটি করি। কাউকে বুঝতে দেই না। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেছে তো বলেছি পরিবারিক বিষয় নিয়ে ভাবছি- বেশ কিছু টাকার প্রয়োজন- ইত্যাদি। শীতের মাঝেও তখন ঘামছিলাম। আমার শরীরে পুরো হিট। মাথা দিয়ে আগুন বেরুচ্ছিল। হাতটা মাথায় উপর থেকে নামতে চায়নি। ঘাটতে ঘাটতে চুল-মাথা আউলাঝাউলা হয়ে গেল।

রাতে আবার স্বপ্নে দেখলাম- ছোট ভাইকে নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলাম, পথে তাকে একটি গুঁইসাপে ছোবল মেরে পায়ের গোড়ালীর উপরে চামড়া ফুটো করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে আমি তাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেলাম। দীর্ঘক্ষন বসে থেকেও ডাক্তারের সাক্ষাৎ পাইনি। তারপর বিচলিত হয়ে ঘুরোঘুরি করছিলাম। এমতাবস্থায় জেগে গেলাম।

তাদের চিঠির জবাব দিতে গিয়ে স্বপ্নের কথা ভেবেছিলাম। জবাব পাঠাবো কি পাঠাবো না। পাঠানোর দিকেই মন বেশী সাড়া দিল। আমি আমার স্থায়ী, অস্থায়ী ও ব্যাংক একাউন্ট নম্বরসহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পাঠিয়ে দিলাম। প্রতিউত্তর এলো। বলল- আন্তর্জাতিকভাবে লটারীর টাকা স্থানান্তর করতে গেলে কিছু ফরমালিটি মেনটেইন করতে হয়। তাই আমার সমস্ত লিগেল কাগজপত্র ও লটারীর প্রাপ্ত টাকা ঝামেলামুক্ত এবং সহজভাবে পাওয়ার জন্য তাদেরকে ঐ দেশের হাইকোর্ট থেকে ছাড়পত্র নিতে হবে। সেখানে কিছু খরচা আছে। তাছাড়া ব্যাংকেরও কিছু চার্জ আছে। সব মিলিয়ে যদি সরাসরি ব্যাংক টু ব্যাংক টাকা পেতে চাই তাহলে ১,৮৪০ ইউএস ডলার স্পীড ক্যাশ পাঠাতে হবে। আর যদি বর্তমান ঠিকানায় পেতে চাই তাহলে ১,৫৫০ ইউএস ডলার পাঠাতে হবে। এমনকি নিচে বিশেষ দ্রষ্টব্য দিয়ে আলাদা কলাম করে লিখেছে- তুমি হয়ত বলতে পারো যে, এখান থেকে কেন কেটে রাখছি না। জবাবে বলছি- এটা একটা ক্রশ চেক, সরাসরি আষ্ট্রেলিয়ার আন্তর্জাতিক লটারী সংস্থা থেকে পাঠানো এবং তাদের নির্দেশ অনুযায়ী এই

চেক বিজয়ীর হাতে পৌছানোর পূর্বে কিছুতেই ভাঙ্গানো যাবে না। কাজেই সেক্ষেত্রে আমরা অক্ষম। যা করার তোমাকেই করতে হবে।

ইমেল পেয়ে আমিতো চিন্তায় পড়ে গেলাম। এতগুলো টাকা এইমুহূর্তে কোথায় পাব। আমার তো নাওয়া খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। সবকিছুই খুব দ্রুত ঘটে যাচ্ছিল। একদিকে ভাবছি, এটা প্রতারনা নয় তো? সব টাকাই ধার করে পাঠাতে হবে। যদি প্রতারিত হই তাহলে টাকা কীভাবে পরিশোধ করবো? যতদিন টাকা শোধ না করতে পারবো ততদিন বাড়ীতে টাকা পাঠাতে পারবো না। সবাইকে হয়ত না খেয়ে থাকতে হবে। আর সেই কয়দিনে আমার শারীরিক ও মানষিক অবস্থা কী হবে- ভাবতেই পারিনা। তবুও মনের মাঝে দুর্বলতা আসেনি। অন্যদিকে ভাবছি, সত্যও হতে পারে। এতগুলো টাকা পাবো, অথচ এই ক'টাকা খরচ করতে পারবো না, তা কি হয় ?

চারদিকে টাকা খুঁজতে লাগলাম। সবাই শুন্য। কি করি ? শয়তানে ভর করলে যা হয়। জীবনে প্রথম বারের মতো একটি মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে আমার এক শুভাকাঙ্খির কাছ থেকে পুরো টাকাটা ধার নিলাম। তারপর দেরী না করে সঙ্গে সঙ্গে তাদের নির্দেশনা মোতাবেক ব্যাংক টু ব্যাংক পাঠিয়ে দিলাম। ব্যাংক থেকে একটি কোর্ড নম্বর দিল যা পরদিন সকালে টেলিফোনে তাদেরকে জানানোর কথা ছিল।

টাকা পাঠিয়ে রুমে গেলাম। তারপর একশ চার ডিগ্রী জ্বর। সারারাত ঘুম হয়নি। মনে বিভিন্ন প্রশ্ন উঁকি দিতে লাগল। কোন আন্তর্জাতিক প্রতারক চক্রের পাল্লায় পড়িনি তো? ভাবতে ভাবতে সারারাত কেটে গেল। পরদিন সকালে দম বন্ধ হয়ে মরার উপক্রম হয়ে গেল। শেয়ার করলাম রুমমেট জুয়েলের সাথে। জুয়েল শুনেই যা ইচ্ছে তাই আমাকে তিরস্কার করতে লাগল। তার ভৎর্সনা আমার গায়ে লাগেনি। সে যদি আমাকে মারতোও তাও হয়ত প্রতিবাদ করতাম না। সমস্ত তিরস্কার হজম করেও অসহায় হয়ে তাকিয়ে ছিলাম তার দিকে। আস্তে আস্তে চোখের সামনে ভেসে উঠল তাদের স্পষ্ট প্রতারণা। যেমন- এক. তারা বলেছে- অন্য কেউ স্বীয় আইডি হিসাবে দাবী করতে পারে ? (উঃ) এটা অসম্ভব, কারণ পৃথিবীতে এই আইডি নম্বর একটাই। দুই. বারবার গোপনীয়তা রক্ষার ক্ষেত্রে এতো গুরুত্ব দিলো কেন? (উঃ) কারণ শুধু আমিই বোকা। তিন. ব্যাংক চার্জ হিসাবে টাকা পাঠাতে বলল- যার ঠিকানায় পাঠাব, সে কে? যদি প্রতারণা করে তাহলে তাকে কোথায় খুঁজে পাব? চার. মেনে নিলাম তারা ড্রাফ পাঠাল কিন্তু সেই ড্রাফ নিয়ে যে কোন ব্যাংকে গেলেই কি এতোগুলো টাকা দিয়ে দেবে ? ব্যাংকগুলো কি আমার বাবার ?

সীড, এই বিষয়গুলো আগে কেন আমার মাথায় কাজ করেনি। ভেবে হতাশ হয়ে পড়লাম। নিজেকে মনে হয়েছিল গভীর সমুদ্রে ডুবন্ত যাত্রী। উপায় খুঁজে না পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে জুয়েলকে নিয়ে ব্যাংকে গেলাম এবং টাকা তুলে নেওয়ার আবেদন করলাম। ব্যাংক থেকে তারা টাকা ফেরৎ পাওয়ার আশ্বাস দিল।

পরদিন ইন্টারনেটের সামনে বসলাম। চ্যাটে নেলি'র সাথে আলাপ হল। মানষিক অবস্থা খুলে বললাম। সে একবাক্যে আমাকে বলে দিল ঐ প্রতারক চক্রের অবস্থান, পরিবেশ, পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য। তাদের মুল ঘাটি হল

আফ্রিকায়। ইউকে, ইউএসএ, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডার নাম ব্যবহার করে নাইজেরিয়া, কেনিয়া থেকে বেশীর ভাগ ইমেলগুলো পাঠানো হয়। শুনে বোকা বনে গেলাম। একদম বোকা। পরোক্ষভাবে আরো কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করলাম। তারাও এসব ব্যাপারে জ্ঞান দিল। শুধু আমি ছাড়া এসব বিষয়ে সবাই জানে বুঝতে পারলাম। ষ্টুপিড হয়ে গেলাম। আজও মনে হলে লজ্জায় স্কুইজ হয়ে যাই। আধুনিক প্রজন্মের অধিবাসী হয়েও নিজেকে বাস্তব থেকে বিচ্যুত মনে হল।

আমার মানসিক অবস্থা অনুধাবন করে নেলি আমাকে কোথাও হতে বেড়িয়ে আসতে বলল। আমি রাজী হলাম। সে জানতে চাইল- আমি কোথায় যাব স্থির করেছি।

বললাম- তুমি অন্য দেশের মেয়ে, কোথায় যাব সেটা বললে কী তুমি চিনবে ?

‘ চিনতেও তো পারি। আমি তোমাদের দেশে একবার গিয়েছি। বাবার সাথে।

‘ কই, বলোনিতো কখনো !

‘ প্রয়োজন পড়েনি। তুমিও তো কখনো জানতে চাওনি।

তারপর তার প্রশ্নের জবাবে বললাম- বিকেলে ধানমন্ডি লেকের পাড়ে যাব।

‘ বত্রিশ নম্বর বঙ্গবন্ধুর বাড়ির সামনে ?

‘ ওটাও চিনো ?

‘ বাহ্‌রে তোমাদের দেশে গিয়েছি, আর ঐতিহাসিক বাড়ীটি দেখবো না ?

‘ বাহ্, চমৎকার। তাহলেতো তুমি আমাদের দেশের অনেক কিছুই জানো।

‘ মোটামুটি। আচ্ছা, তুমি ওখানে গিয়ে কী করবে ? - নেলি বলল।

‘ পাকার উপর লেপ্‌টি মেরে বসে যাবো। তারপর হাতের কাছে ইট কণা পাথর যা পাই পানিতে মারবো। আর দেখবো, ইটার আঘাতে আহত হয়ে পানির ঢেউ বৃত্তাকারে প্রসারিত হয়ে কতদুর ছুটে যায় এবং অভিমান ভুলে কতসময় পর জায়গায় ফিরে আসে।

‘ তার মানে, অম্বলদাহ পরিমাপ করতে যাবে ?

‘ আশ্চর্য হলাম তোমার কথা শুনে। ভালই বলেছ। এজন্যই বলি তোমরা মেয়েরা খুবই রহস্যময়ী। যদি তোমাকে একবার দেখতে পেতাম ------------।

‘ কী হত ?

‘ প্রসন্ন হতাম।

‘ যাহ্ পাগল।

নেলি লাইন কেটে দিল।

এদিকে প্রতিদিন ব্যাংকে গিয়ে টাকা ফেরৎ এসেছে কিনা খোঁজ নিতে লাগলাম। পুরো একসপ্তাহ পর অষ্টমদিনের মাথায় গিয়ে টাকা ফেরৎ পেলাম এবং ধারদেনা শোধ করে নিশ্চিন্ত হলাম। মনে হল বিশাল এক পাহাড় মাথার উপর থেকে সরে গেল।

সমস্যামুক্ত হয়ে দুদিন পর নেলি'র সাথে আবার ভয়েজ চ্যাট হল। সেদিন কী যে অপূর্ব লাগছিল তার কণ্ঠ' বলে বুঝাতে পারবো না। এতো ভাল লাগার কারণটাও বুঝতে পারিনি। নিজেরই অজান্তে তাকে দেখার খুব আগ্রহ প্রকাশ করলাম। বললাম- বাস্তবে না হোক অন্ততঃ যেন দুজনে ওয়েবক্যামে মুখোমুখি হই। কিন্তু সে রাজী হয়নি।

' আমি তোমাকে দেখতে চাই, তোমার কী ইচ্ছে হয়না আমাকে দেখতে ?

নেলি অবাক করে দিয়ে বলল- আমিতো তোমাকে সেদিন বত্রিশ নম্বরে দেখেছি।

' মনে মনে দেখেছো ?

' না-না, বাস্তবেই দেখেছি।

' তুমি যা মজা করো না !

' মজা নয়, সত্যিই। তোমার কাছ থেকে একজন ভদ্রলোক কলম নিয়েছে তাও দেখেছি।

' কী পাগলের মতো বকছো ? তুমি ইন্দোনেশিয়া থেকে আমাকে কীভাবে দেখবে ?

' ভুল বুঝ না, আমি ঢাকারই মেয়ে।

কথাটা সে বাংলায় বলল। শুনে আমার মাথায় চিলিক মেরে উঠল। বলে কী? এখানেও বোকা হলাম? আবাঞ্ছিত ইমেল কি তাহলে মানুষকে বোকাই বানায় ?

' আমার সাথে দেখা করোনি কেন ? - বললাম।

' সম্ভব ছিলনা। - সে বলল।

' কেন ?

' শুধু তাই নয়, তোমার সাথে আমার কোনদিনই দেখা হবে না।

' কেন ? আমাকে তোমার পছন্দ হয়নি ? তোমার বন্ধু হওয়ার যোগ্যতাও কি আমার নেই ?

' তোমার সবই আছে। সব ধরনের যোগ্যতার অধিকারী তুমি। তুমি খুব ভাল একজন বন্ধু। তোমাকে বন্ধু হিসাবে যদি কেউ সারাজীবন কাছে পায় তাহলে আমার মনে হয় সে হবে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ। কিন্তু সেই হিসাবে আমার কোন যোগ্যতা নেই। তাই কারো পঠিত উপন্যাস হতে চাই না। আমি অসম্পূর্ন উৎকণ্ঠা হয়েই থাকতে চাই।

' না- না নেলি, এমনটি করো না। তুমি একবার শুধু আমার সামনে এসো। দেখবে তুমি আমার প্রিয় উপন্যাস হয়েই থাকবে।

‘ তোমাকে বিশ্বাস করি। কিন্তু তোমার বাস্তবতা আমাকে মেনে নেবে না।

তার কথা শুনে আবেগ, উদ্বেগ ও উত্তেজিত হয়ে টেবিলের উপর মুষ্টিবদ্ধ হাতে আঘাত করে বললাম- ‘কেন নেবে না, আলবৎ নেবে ?

‘ কক্ষনো নেবে না মেরি-জান, কারণ আমি একজন প্রতিবন্ধী।

‘ কী ই ই ই ------?

নেলি লাইন কেটে দিল।

***

আইয়ুব আহমেদ দুলাল ০৭-০৮-০৭ইং
সৌদি আরব।
E-mail – **ayubalibd@hotmail.com**